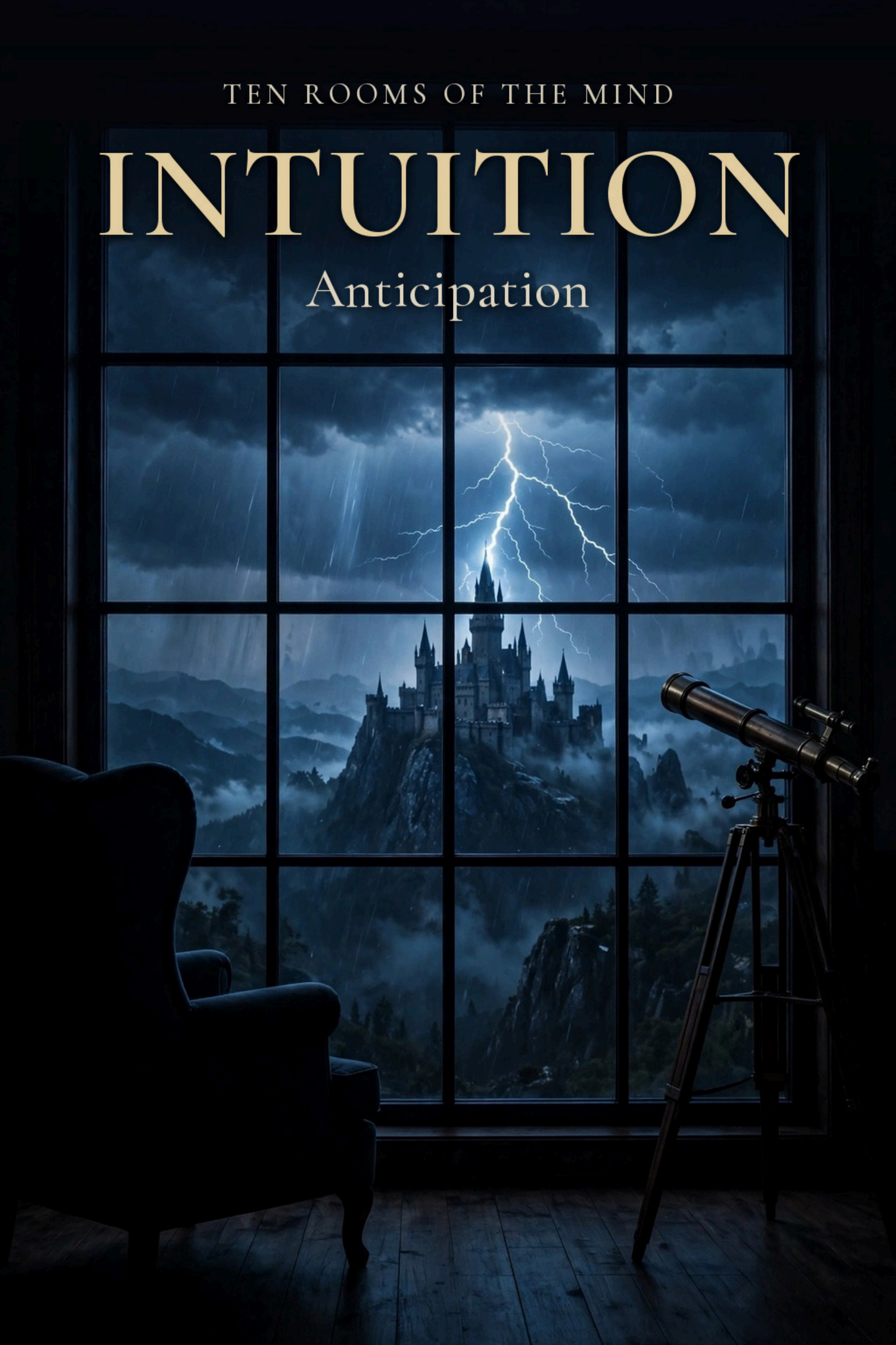
TEN ROOMS OF THE MIND

INTUITION

Anticipation



Gillette স্বজ্ঞা

পূর্বানুমান

মনের দশ ঘর

একটা বাড়ি আছে, যেখানে আমরা প্রত্যেকে বাস করি, অথচ কেউ কখনও তা বেছে নিইনি।

তার কোনো ঠিকানা নেই। কোনো মানচিত্রে তাকে পাওয়া যায় না। তবু সত্যিই যেসব জায়গায় থেকেছি, তার যেকোনোটার চেয়ে তাকে আমরা ঢের ভালো চিনি। ভেতরে দশটা দরজা।

কোনো কোনোটা আমরা রোজ খুলি, টেরও পাই না।

অন্যগুলো তালাবন্ধ রাখি, ভান করি যেন ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই নেই।

আর আছে এমন কিছু ঘর, যা আমরা নিজেরা গড়িনি, তবু কীভাবে যেন নিজেদের ভেতরে বয়ে বেড়াই। এটা কোনো তত্ত্ব নয়।

তাকের ওপর ধুলো জমতে থাকা মনোবিজ্ঞানের কোনো নির্দেশিকা নয়।

এ এমন এক মানুষের বিবরণ, যে এই দশ ঘর একটা একটা করে পেরিয়েছে, প্রায়ই নিজে কোথায় আছে তা না জেনেই; আর আজ, কাঁধে আরও কয়েকটা বছরের ভার নিয়ে, সে ঘরগুলোকে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করার চেষ্টা করছে, যেভাবে সে তাদের যাপন করেছিল।

দশটা দরজা।

সব কটাই আমি খুলেছি।

কোনোটা কৌতূহলে।

কোনোটা অনিচ্ছায়।

কোনোটা কেবল তখন, যখন ফিরে যাওয়ার আর উপায় ছিল না।

এই ঘরগুলো যদি চেনা চেনা লাগে, তার কারণ এ নয় যে এরা আমার গল্প বলে।

কারণ এই যে, গভীরে কোথাও এরা তোমার গল্পও বলে।

ফের্দিনান্দো

স্বজ্ঞা — পূর্বানুমান

নারীরা — তারাই প্রথম, তারাই একমাত্র — আমাকে বরাবর জিজ্ঞেস করত:

“তুমি জানলে কী করে?”

উত্তরটা আমাকে বরাবরই অস্বস্তিতে ফেলত।

কারণ সত্যিটা হল, আমি জানতাম না।

আমি দেখতাম।

এক মুহূর্তের জন্য।

পাহাড়ের ওপারে বিদ্যুৎ চমকের মতো।

স্বজ্ঞা হল এমন কিছুর আগাম এসে পড়া, যা যুক্তি বুঝবে ঢের পরে।

সে এক জানালা, যা খোলে আর বন্ধ হয়ে যায়, তুমি ঝুঁকে বাইরে তাকানোর সময় পাওয়ার আগেই।

অনেকে মনে করে, এটা একটা দান।

আমার মনে হয়, এটা এক ধরনের শোনা।

হয়তো সবচেয়ে বিরল ধরনের।

কারণ এর জন্য নীরবতা লাগে, এমনকি নিজের ভেতরেও।

পৃথিবী অবিরাম কথা বলে।

মানুষ অবিরাম কথা বলে।

এমনকি নীরবতাও কথা বলে।

স্বজ্ঞার জন্ম হয় তখন, যখন আমরা তা শুনতে শিখি, যা অন্যেরা উপেক্ষা করে।

গলার স্বরে একটা বদল।

না-মেলা একটা দৃষ্টি।

একটু দ্বিধা।

রং বদলাতে থাকা একটা উপস্থিতি।

লুকোতে চাওয়া একটা সত্য।

স্বজ্ঞা অলৌকিক কিছু দেখে না।

সে দেখে তা-ই, যা আগে থেকেই আছে।

আর সবার আগে দেখে।

সেই কারণেই সে প্রায়ই অস্বস্তিকর।

সে এসে পড়ে তখন, যখন সবাই এখনও উল্টোটাই বিশ্বাস করে বসে আছে।

আর যে বড্ড আগে ঠিক কথাটা বলে ফেলে, তাকে কেউ ক্ষমা করে না।

তবে স্বজ্ঞাকে যেন পূর্বাভাসের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি।

স্বজ্ঞা আমাদের পাশে পাশে হাঁটে।

পূর্বাভাসেরা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়।

একটির জন্ম শোনা থেকে।

অন্যগুলো আসে অনুমতি না চেয়েই।

একটি তোমার নিজের।

অন্যটি তোমার ভেতর দিয়ে চলে যায়।

আর প্রায়ই তাকে বশে রাখা যায় না।

ফের্দিনান্দো